দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 15 FEB 1994
পৃঃ ৪ কলাম ৩

দেশ এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই শিক্ষকদের দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি আর সমস্যা নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। এসব অন্তহীন সমস্যা ও দুর্নীতি দূর না হলে '২০০০ সালে সবার জন্য শিক্ষা' সরকার ঘোষিত এই শিক্ষানীতি অলীক স্বপ্নে পরিণত হতে বাধ্য।

শিক্ষায় দুর্নীতি নিয়ে হাজারও প্রসঙ্গ টেনে আনা যায়। এর মধ্যে কিছু প্রসঙ্গ গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হবার পথে মারাত্মক হুমকির মতো। যেমন ইদানীং শিক্ষায় দুর্নীতির সঙ্গে শিক্ষকদেরও নানাভাবে অভিযুক্ত করার ঘটনা ঘটছে। এ বিষয়টি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের পথে যে মারাত্মক বাধা সে বিষয়ে কারও দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই। দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা অথবা শিক্ষানীতি আমরা যাই বলি না কেন, তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে শিক্ষকরা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই শিক্ষকরাই যখন জড়িয়ে পড়েন দুর্নীতিতে তখন তৃতীয় বিশ্বের এই দরিদ্র দেশটির একটি মৌলিক বিষয় শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে তা পর্বত প্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। 'শিক্ষকতা' এই মহৎ পেশার সঙ্গে জড়িত যিনি তিনি থাকবেন সকল বিতর্কের উর্ধে, আজ এমন ধারণা মনে হয় বাস্তবসম্মত নয়। বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলেই এই সময়ের প্রেক্ষাপটে কোন পেশার লোকের পক্ষেই এখন আর নিজের পেশার প্রতি সেভাবে সুবিচার করা সম্ভব নয়। তবুও শিক্ষক বলেই কথা। এই তো স্বাধীনতার আগেও আমরা দেখেছি অসংখ্য নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষককে। পেশার মহত্ত্বকে নিজের মধ্যে ধারণ করে নিজেও হয়েছেন যথাসম্ভব দুর্নীতিমুক্ত, মহৎপ্রাণ একজন মানুষ— সত্যিকার অর্থেই মানুষ গড়ার কারিগর।

গুলশান আখতার

এখন দেশের প্রায় প্রতিটি সেক্টরেই অনেকে ডুবে আছেন দুর্নীতির পঙ্কে, সেখানে শিক্ষা বিভাগও যে দুর্নীতিমুক্ত হবে না সে তো বলাই বাহুল্য। তবু শিক্ষার মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়কে যত বেশি দুর্নীতি ও সমস্যামুক্ত রাখা যায় ততই তা দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর হয়।

সম্প্রতি সহযোগী একটি দৈনিকের রিপোর্টে শিক্ষকদের নানাভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ভুয়া এম আর দাখিল করে অর্থ আত্মসাতের ঘটনা প্রচুর। কিশোরগঞ্জের জেলা প্রতিনিধির একটি রিপোর্টে দেখা যায়, সদর থানার একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক বিভিন্ন সময়ে স্কুলে অনুপস্থিত থেকেও এম আর দাখিলের মাধ্যমে প্রায় অর্ধলাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় তিনি পরিকল্পিত ও অবৈধ উপায়ে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেন। অনেকের ধারণা, এর সঙ্গে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের যোগসাজশ রয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের মাধ্যমে অতিরিক্ত ফি আদায় করা একশ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের কাছে ব্যবসার মতো মনে হচ্ছে। বোর্ড নির্ধারিত ফি এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন ফি মিলিয়ে একজন ছাত্রের ৭শ' টাকার বেশি লাগার কথা নয়। কিন্তু ৯শ' থেকে দেড় হাজার টাকা আদায় করার অভিযোগ উঠেছে কোন কোন স্কুলের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। একটি সহযোগী দৈনিকের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, যশোর জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসএসসি পরীক্ষায় বোর্ড নির্ধারিত ফি-এর চেয়ে দু'তিন গুণ বেশি ফি আদায় করা হচ্ছে। ওই প্রতিবেদনে একই অভিযোগ রয়েছে ফটিকছড়ি, মৌলভীবাজার, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট থানার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। এতে বহু দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে পারছে না।

অধিকাংশ কিন্ডারগার্টেন স্কুলের দুর্নীতি তো এখন ওপেন সিক্রেট। এ নিয়ে সম্প্রতি দৈনিক জনকণ্ঠসহ দেশের প্রধান দৈনিকগুলোতে বহু রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে- বহু লেখালেখি হয়েছে, যদিও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের টনক সেভাবে নড়েনি। বহু কিন্ডারগার্টেন স্কুলে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকার খেয়াল-খুশিই আইন বলে বিবেচিত হয়। একটি সহযোগী দৈনিকের সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, এমনকি একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কেও কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে চালানো হচ্ছে। সিলেট সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার ব্যাপক অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতায় অভিভাবক মহলে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি সরকারী খাতার কোন জায়গাতেই নেই, কিন্তু বিদ্যালয়টি সরকারী হলেও এর নাম কাগজপত্রে সরকারী কিন্ডারগার্টেন। ১৯৭৩ সালে পূর্ণাঙ্গ সরকারী বিদ্যালয়রূপে জাতীয়করণ করা হলেও এর ভর্তির সুযোগ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত। প্রধান শিক্ষিকা ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত কাগজপত্রে দেখালেও ২য় শ্রেণী পর্যন্ত চালু রেখেছেন। ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, চট্টগ্রাম নির্দেশ দিলেও প্রধান শিক্ষিকা তা পালন করেননি। বিপুল সংখ্যক অভিভাবক ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিদ্যালয়ে হাজির হন। কিন্তু প্রধান শিক্ষিকা ভর্তির সুযোগ দেননি। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অবৈতনিক হলেও এখানে ছয়/সাত রকমের ফি আদায় করা হয়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, দেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু শিক্ষকের এ রকম স্বেচ্ছাচারিতার কারণে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন বেসরকারী স্কুলেও নানাভাবে সরকারী অর্থ আত্মসাত করা হচ্ছে। এতে করে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ মোটা অংকের অর্থ অপচয় খাতে চলে যাচ্ছে।

এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানাভাবে অর্থ আত্মসাতের উপায় বের করে। অনেক বিদ্যালয়ে পুরনো শিক্ষকের নামে আসা সরকারী অনুদান অবলীলায় তুলে নেয়া হয়। আবার নতুন শিক্ষকের বিদ্যালয়ে যোগদানকে পূর্ব থেকে দেখিয়েও অনুদান উত্তোলন করা হয়। কোন কোন বিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ কাগজপত্রে অতিরিক্ত শিক্ষক দেখিয়ে সরকারী অনুদান আত্মসাত করেন। বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করে জেলা শিক্ষা অফিস নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাগজপত্র মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরে পাঠানোর আগে বিদ্যালয়ের শিক্ষক হাজিরা খাতাসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করেন না এবং বেসরকারী বার্ষিক অডিট টিমও তাঁদের দায়িত্ব নামমাত্র পালন করে। এছাড়া শিক্ষা অধিদফতরের বিভিন্ন কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও রয়েছে দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ। এসব দুর্নীতিবাজ চক্র পরস্পরের যোগসাজশে দিনের পর দিন সরকারী অর্থ আত্মসাত করেই চলেছে।

এছাড়াও বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে যে অডিট টিম রয়েছে তারা নামেমাত্র কার্য সম্পাদন করে। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সন্তুষ্ট করতে পারলে কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই সবকিছু জায়েজ করে দেয়। অভিজ্ঞ মহলের মতে, কোন অডিট টিম অনিয়মের আশ্রয় নিলে সেই অডিট প্রতিষ্ঠানটির অডিট ক্ষমতা রহিতকরণসহ অনিয়মকারী বিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম, অব্যবস্থা ও দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের অন্যতম দু'টি নীতি বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও গম বিতরণের মধ্যেও ব্যাপক দুর্নীতি রয়েছে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরাসরি শিক্ষকরা এসব দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। একটি দৈনিকে পলাশবাড়ি (গাইবান্ধা) থানা প্রতিনিধির একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, এই থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষার জন্যে গম বিতরণের সময় টাকা নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও এই থানার অনেক সরকারী-বেসরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা পাঠ্যপুস্তক বিতরণের সময় টাকা আদায় করেন—যা নিয়ম বহির্ভূত।

শুধু তাই নয়, এই থানার তেকানি ও সুলতানপুর- বড়াইপাড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি আঁতাত করে শিক্ষার জন্য গম-এর কার্ড বিতরণ করার সময় প্রতি ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে দশ টাকা গ্রহণ করেছেন বলে থানা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়।

কলেজ শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও রয়েছে নানা দুর্নীতির অভিযোগ। এর মধ্যে কলেজ উন্নয়নের কথা বলে নানাভাবে সরকারী ও বেসরকারী অনুদান আত্মসাতের ঘটনাই প্রধান। এছাড়াও স্কুল-কলেজের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচনও নানা বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে। এর পিছনে প্রভাবশালী মহলের নীলনক্সা ও প্রভাব রয়েছে বলে জানা যায়। একটি দৈনিকের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বাউফল থানার শিক্ষা সপ্তাহে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের ওপর এলাকার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবক মহল দুর্নীতির কারণে ভয়ানক ক্ষুব্ধ। অভিযোগে জানা যায়, বাউফল ডিগ্রী কলেজের ওই অধ্যাপকের কাছে প্রাইভেট না পড়লে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক পরীক্ষায় কম নম্বর দেয়া হয়। এমনকি প্রাইভেট না পড়ার কারণে প্রথম বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্রকে ফেল করিয়ে দেয়া এবং প্রাইভেট পড়ার কারণে ফেল করা ছাত্রকে সর্বোচ্চ নম্বর দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। অথচ ওই অধ্যাপক একটি বিশেষ মহলের ছত্রছায়ায় এসব অপরাধ চালিয়েও এবং তাদের দ্বারা প্রভাব খাটিয়ে এবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ করে নিয়েছেন। তার এহেন আচরণের কারণে উক্ত কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

এসব অভিযোগের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করলে এ লেখার কলেবরই শুধু বৃদ্ধি পাবে। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি, তৃতীয় বিশ্বের এই অনুন্নত দেশটির উন্নয়নের জন্য শিক্ষার বিকল্প কিছু নেই। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। সরকারও '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা' ঘোষণা দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে যাঁরা শিক্ষাদান করবেন, জাতিকে শিক্ষিত করার গুরুদায়িত্ব যাঁদের ওপর অর্পিত তাঁদের একাংশ যদি দুর্নীতির পঙ্কিল আবর্তে তলিয়ে যান তাহলে সমগ্র জাতিও অনগ্রসরতা আর পশ্চাদপদতার জটিল ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খেতে থাকবে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন হবে সুদূরপরাহত। আজকে এই সময়ের প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবনযাপন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন পাগলাঘোড়া পিষে মারছে মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারাকে। ক্যান্সারের মতোই দুর্নীতি বাসা বাঁধছে সমাজ ও রাষ্ট্র দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সেখানে শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা অলীক স্বপ্নের মতোই মনে হয়। তবু শিক্ষা ক্ষেত্রকেই দুর্নীতিমুক্ত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি পর্যায়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শিক্ষার পবিত্র নিষ্কলুষ সফেদ আলোকেই আলোকিত হয়ে ওঠে মানুষ- একটি গোটা জাতি। এই শিক্ষাদান করেন যে শিক্ষকরা তাঁরা পালন করছেন একটি অতি পবিত্র দায়িত্ব। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আর্থিক প্রাপ্তিই বড় কথা নয়। একজন শিক্ষক তাঁর জীবনে যে সম্মান পান তাকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই বরং তা অমূল্য সম্পদ।

(১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

দেশ এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই

(৪-এর পাতার পর)

শিক্ষকদের কাছে দেশ-জাতির অনেক প্রত্যাশা। বার্ট্রান্ড রাসেলের ভাষায় 'শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর'। এই মানুষ গড়ার কারিগররা দেশ ও জাতিকে উপহার দেবেন সুশিক্ষিত, নীতিবান, দেশপ্রেমিক, সচেতন, বিবেকবান মানব সন্তান। এক্ষেত্রে নিজেরাই যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন তাহলে বিষয়টি দেশ ও জাতির জন্য একটি অশনি সংকেত ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

সরকারের কাছেও আমাদের আবেদন, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে জড়িতদের যেমন আর্থিক সুবিধাসহ নানাবিধ সুবিধা প্রদান করা হয়, তাঁদের যে রকম সম্মান দেয়া হয় আমাদের এখানেও তাঁদের জন্য যথাসম্ভব তাই করা হোক। তাঁদের দেয়া হোক নিরাপত্তা ও প্রাপ্য সম্মান। এতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি করে শিক্ষকতা পেশায় এগিয়ে আসবেন। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য শ্রেণীভেদে এসব সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা ও সম্মানের গ্যারান্টি থাকতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বস্তরে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আগমনে দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্রে একটি, ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এতে সমগ্র দেশ ও জাতিই লাভবান হবে। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই যে কোন মূল্যে শিক্ষাক্ষেত্র এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে।